| Sr.No. | Journal Title | Publisher |
|---|---|---|
| 1 | Alochana Chakra | Chiranjib Sur |
| 2 | Antarmukh | Antarmukh |
| 3 | Anustup | Anustup Prakashani |
| 4 | Bhugol Swadesh Charcha | Bhugol Swadesh Charcha |
| 5 | Ebong Mohua | K. K. Prakashan |
| 6 | Ebong Mushayera | Ebang Mushayera |
| 7 | Ensemble | Dr. Meghnad Saha College |
| 8 | Itikotha | Bangiya Itihas Samiti Kolkata |
| 9 | Khoai | Khoai |
| 10 | Modern Historical Studies | Department of History, Rabindra Bharati University |

Showing 1 to 10 of 15 entries

Previous12Next

UGC-CARE List

You searched for "**Bengali**". Total Journals : **15**

Search:

| Sr.No. | Journal Title | Publisher | |
|---|---|---|---|
| 11 | Nibodhata | Sri Sarada Math and Ramakrishna Sarada Mission | 09 |
| 12 | Parichaya | Parichaya | 23 |
| 13 | Tabu Ekalavya | Diya Publication | 09 |
| 14 | Udbodhan | Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission | 09 |

12:35

ISSN : 0976-9463, Issue 25, Vol. 38

# তবু একলব্য

৩৮

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

## বাংলাদেশের কথাসাহিত্য

### বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

# সূচিপত্র


পৃষ্ঠা

পর্ব : ১ ——— ১-৩৪

☐ বিশেষ আলোচনা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'বিষবৃক্ষ' ১
হাসান আজিজুল হক

সৃষ্টির নেপথ্যে স্রষ্টার ভাষ্য ৭
সেলিনা হোসেন

পর্ব : ২ ——— ৩৫-১১০

☐ সামগ্রিক আলোচনা

পূর্ব-বাংলার কথাসাহিত্যের ভাষা ৩৫
শহীদ ইকবাল

বাংলাদেশের উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনচেতনা ৫১
আনিসুর রহমান

বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রাম-সমাজ : শতবর্ষের প্রেক্ষিতে ৫৭
সুরজিৎ বেহারা

বাংলাদেশের ছোটোগল্পে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের কথা ৬৩
বৈশাখী ব্যানার্জী

কথাসাহিত্যে দেশভাগ : প্রসঙ্গ পূর্ববঙ্গ ৬৯
উৎকলিকা সাহু

বাংলাদেশের উপন্যাস : প্রসঙ্গ দেশভাগ ৭৭
অচিন্ত্য দে

বাংলাদেশের কমিক্স : একটি তুলনামূলক আলোচনা ৮৪
অমৃতা চন্দ

বাংলাদেশের গল্প : ভাবনার বহুমুখী রসায়ন ৯০
(আত্মজা ও একটি কবরী গাছ, খোয়াই নদীর বাঁকবদল, সুন্দর মানুষ, যুগলবন্দি, মহাকালের খাঁড়া)
দীপঙ্কর মল্লিক

দেশভাগের প্রেক্ষিতে : 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' ৩১৫
সোমদত্তা ঘোষ কর
হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক দীপ্ত মানবীর আত্ম-অন্বেষণ কাহিনি ৩১৯
চিত্তদীপ চ্যাটার্জী
'আগুনপাখি' ও সেই মেয়েটি ৩২৬
সুস্মিতা সাহা
'সাবিত্রী উপাখ্যান' : পন্থা ও পরিণাম ৩৩১
শহীদ ইকবাল

পর্ব : ৯ ৩৪০-৩৯৫
➲ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : ১২.২.১৯৪৩-৪.১.১৯৯৭
অন্য ঘরে অন্য স্বরে ইলিয়াস ৩৪০
কনমালী মাল
আখতারুজ্জামানের গল্পভুবন : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ ৩৪৬
তপন মণ্ডল
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটোগল্প : বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের অবক্ষয় ৩৫৩
জয় দাস
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম পর্বের তিনটি গল্প : মিশ্র-গন্ধী বাস্তবের আখ্যান ৩৫৯
প্রাপ্তি চক্রবর্তী
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'পায়ের নিচে জল' : মানুষ ও প্রতিরোধের গল্প ৩৬৫
অর্পিতা দত্ত
আখতারুজ্জামানের 'যুগলবন্দি' : শ্রেণি বিভক্ত মধ্যবিত্তের এক বাস্তব চিত্র ৩৭১
সুবীরকুমার সেন
আখতারুজ্জামানের 'চিলেকোঠার সেপাই' ৩৭৮
শহীদ ইকবাল
'খোয়াবনামা' : আত্মচিহ্নিত ও রসসমৃদ্ধ একটি পাঠ ৩৮৯
শহীদ ইকবাল

পর্ব : ১০ ৩৯৬-৫৩৩
➲ সেলিনা হোসেন : ১৪.৬.১৯৪৭
সেলিনা হোসেনের ত্রয়ী-উপন্যাস : প্রসঙ্গ শ্রেণিচেতনা ৩৯৬
বিশ্বজিৎ ঘোষ
সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে 'ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ' ৪০৭
উৎপল ভোল
সেলিনার আখ্যানে প্রান্তকায়িত 'লোক' দ্রোহের ভিন্নপাঠ : প্রেক্ষিত মধ্যযুগ ৪১২
বিশ্বজিৎ সামন্ত

# দেশভাগের প্রেক্ষিতে : 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'

সোমদত্তা ঘোষ কর

হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯) হলেন বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতনামা কথাশিল্পী। চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত 'হাসান আজিজুল হক নিবিড় অবলোকন' গ্রন্থের মুখবন্ধ অংশে তাঁর কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনায় সম্পাদক বলেছেন—"প্রায় সত্তর বছর বয়সের প্রৌঢ়তায় পৌঁছে জীবনের প্রথম প্রকৃত উপন্যাস' আগুনপাখি' লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগকে তিনি এখনো প্রত্যাখ্যান করেন, যেমন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন প্রথম যৌবনে লেখা 'আত্মজা ও একটি করবীগাছ' গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিনে জন্ম নেয়ায় চল্লিশের দশকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ, বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশান্তর ইত্যাদি তাঁর শিশু-চৈতন্যকে স্পর্শ করে। ধীরে ধীরে তিনি এই ইতিহাসের অংশ হয়েছেন। দেশভাগ কেবল রাজনৈতিক বিভাজন বা ভৌগোলিক বিভাজন নয় বা কোনো ঘটনামাত্র নয়; এর প্রক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে আছে খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, হিংসা, লুটপাট, বিতাড়ন, উৎপীড়ন, অপমান, উচ্ছেদ, বাস্তুত্যাগ এবং আত্মপরিচয় হারানোর ভয় ও আতঙ্ক। তাঁর কথাসাহিত্যের চরিত্ররা কেউই দেশভাগের রাজনীতির সাথে জড়িত নয়, এমনকি দেশভাগ সম্পর্কে ন্যূনতম খবরটি পর্যন্ত রাখে না, কিন্তু জীবন-সম্পদ-বাস্তু-দেশ হারিয়ে তারাই দেশভাগের প্রধান বলি। দেশভাগের আগে পর্যন্ত তাদের কেউই ভাবতে পারেনি, দেশ-মাটি আর জীবনের সব অর্জন ও স্মৃতিকে বির্সজন দিয়ে নতুন একটি দেশের অধিবাসী হতে হবে।"[১] এই দেশভাগ হাসান আজিজুল হকের নানা বর্ণের গল্পের মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয়।

'উত্তর বসন্তে', 'মারী', 'খাঁচা', 'পরবাসী', 'আত্মজা' ও 'একটি করবী গাছ' ইত্যাদি গল্প দেশভাগের প্রেক্ষিতে নির্মিত। আমাদের আলোচ্য 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পটি দেশভাগের কাঠামোয় গড়ে উঠেছে কীভাবে, তা দেখা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, আপামর অখণ্ড ভারতবাসীর কাছে ছিল একই সঙ্গে আনন্দের দিন এবং দুঃখের দিন। পরাধীনতার বেড়াজাল ভেঙে এইদিন ইংরেজ সরকারের হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ যেমন স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তেমনই একই সঙ্গে ঘটেছিল দেশভাগ অর্থাৎ পার্টিশন। জন্ম ঘটেছিল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান। এতে পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ বিভাজনের শিকার হয়। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ইংল্যান্ড সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় এনে পাঞ্জাব

ও বঙ্গদেশ বিভাগ মেনে নেয়। ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা বঙ্গদেশকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন বঙ্গদেশকে দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন করে ইতিহাসের ধারা বদলিয়ে দেন। এর ফলে বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর সমন্বয়ে 'পূর্ববঙ্গ' পাকিস্তানের এবং পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো নিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে ১৯৪৭-র পর থেকে ভারত থেকে বাঙালি-অবাঙালি মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গে চলে যেতে থাকে এবং একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক বাঙালি হিন্দু ভারতে, পশ্চিমবঙ্গে আসতে থাকে। এইভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাস্তু হারানো মানুষকে বলা হয় উদ্বাস্তু। তাদের না থাকল দেশ, না থাকল কোনো ধর্ম। সেই সময় রাজনৈতিক প্রয়োজনে এক বিশাল সংখ্যক মানুষকে হতে হয়েছিল উদ্বাস্তু।

তিন

> দেশভাগের সাহিত্য বা 'Partition literature' বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি এবং বোঝাতে চাই তা আসলে পার্টিশনের প্রথম পর্বের আখ্যান বাস্তবতা। আমাদের ঠাকুরদা-ঠাম্মাদের দেশ হারানোর ইতিহাস, ভিটে হারানো মানুষ ছিন্নমূল, মানুষ, লাঞ্ছিত মানবতাসহ দেশভাগের রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব যখন আখ্যান পরিসর নির্মাণ করে অথবা গড়ে তোলে কবিতার ভুবন—সাধারণভাবে আমরা তখন তাকে দেশভাগের সাহিত্য হিসেবে পৃথকভাবে বর্গীকরণ করি।[২]

ভারতবর্ষে, বাংলাদেশের সাহিত্যে দেশভাগ বিশেষ বিষয়রূপে উঠে এসেছে। ভারতে বিভিন্ন ভাষায়, ইংরাজিতে, উর্দুতে এ বিষয়ে অনেক বিখ্যাত গল্প লেখা হয়েছে। সাদাত হোসেন মান্টোর 'টোবা টেক সিং', খুশবন্ত সিং-এর 'এ ট্রেন টু পাকিস্তান', বিশ্বনাথ ঘোষের প্রবন্ধধর্মী বই 'গেজিং অ্যাট নেইবারস-ট্রাভেল অ্যালং দ্য লাইন দ্যাট পার্টিশনড ইন্ডিয়া', গুরুমুখ সিং-এর পাঞ্জাবি ভাষায় লেখা 'খসমা খানে' প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত লেখা। পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়ে লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হলো বনফুলের 'দাঙ্গার সময়', দেবেশ রায়ের 'উদ্বাস্তু', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু', অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'অধিরথ সূতপুত্র', সমরেশ বসুর 'আদাব' ইত্যাদি। বাংলাদেশে দেশভাগ বিষয়ক কয়েকটি বিখ্যাত গল্প হল-সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী', রিজিয়া রহমানের 'অভিবাসী আমি', শওকত ওসমানের 'গেঁহু', মশিউল আলামের 'বাংলাদেশ', ইমদাদুল হক মিলনের 'দেশভাগের পর' ইত্যাদি। এবার আসা যাক 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্প বিশ্লেষণে।

চার

'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গ্রন্থের প্রথম ও নামগল্প হলো 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'। ১৯৬৬ সালে গল্পটি লেখা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে এক বিশাল সংখ্যক মানুষকে দেশত্যাগ করে উদ্বাস্তু হতে হয়। সেই উদ্বাস্তু জীবনের অর্থনৈতিক সংকট, অন্য দেশে গিয়ে প্রাণে বাঁচবার জন্য নিরন্তর লড়াই, আত্মমর্যাদাবোধের অবমাননা, বেকারত্ব,

মনুষ্যত্ববোধের বিক্রয় হতে বাধ্য হওয়া—এই বিষয়গুলো গল্পের আঙ্গিক রূপে উঠে এসেছে। দেশভাগের কারণে মানসিক, অন্তরের ও বাইরের আঘাতগুলি গল্পের চরিত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। গল্পে ইনাম, ফেকু, সুহাস—তিন বখাটে যুবক, যারা স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। কারণ ইনামের কথায়—'লেহাপড়ার মুহি পেচ্ছাপ।' ফেকু তা সমর্থন করে—"কাজ কোয়ানে? জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি-কি কল্লাডা করবানে?" (পৃ. ১১২) তাই তাদের রোজগারের উপায় পকেটমারা, ছিনতাই, চুরি করা। এরা পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা, তাদের সংলাপে স্পষ্ট বোঝা যায়। দেশভাগের পর বেকারত্বসমস্যা, অর্থনৈতিকসংকট তাদের মনুষ্যত্বহীন, মূল্যবোধহীন অসামাজিক জীবে পরিণত করেছে। তাদের সামনে জীবিকার কোনো স্বাভাবিক দিশা ছিল না, তাই তারা পেশা হিসেবে চৌর্যবৃত্তি, ছিনতাই করাকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। নিজেদের স্বার্থসম্ভোগ চরিতার্থতার জন্য ভারত থেকে চলে আসা উদ্বাস্তু এক পরিবারের অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ করতে তারা কোনো দ্বিধাবোধ করেনা। পরিবারে অসহায় বৃদ্ধ পিতাকে আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে তার যুবতী কন্যা রুকুকে দেহ সম্ভোগের নিত্য ব্যবস্থা করতে কোনো কুণ্ঠাবোধ হয় না তাদের। অভাবের তাড়নায় বৃদ্ধপিতা পিতৃত্ব, মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে আত্মজার দেহকে ইনামদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয় সংসার চালাবার জন্য। জীবনযাপনের এমন নির্মম বাস্তব চিত্র এই গল্পে দেখিয়েছেন লেখক। গল্পের শেষে সহায়হীন বৃদ্ধ বাড়ির উঠোনে রোপিত করবী গাছের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে জানায় যে, এর ফুলের বীজে চমৎকার বিষ হয়। ঘরের ভিতর থেকে তখন শোনা যায় রুকুর চুড়ির শব্দ, এলোমেলো শাড়ির শব্দ, কান্নার শব্দ, ধর্ষণকারীর হাসির আওয়াজ। বৃদ্ধ বলে চলে ইনামকে—

> এখানে যখন এলাম আমি প্রথম একটা করবী গাছ লাগাই... কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্য নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ,করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।... এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ। (পৃ. ১১৫)

কন্যার দেহের বিনিময়ে এইভাবে বেঁচে থাকা, জীবন ধারণ করা যে বিষবৎপ্রায়, তা গল্পের শেষে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে এই সংলাপের মাধ্যমে। আর ইনামের মতো চরিত্রও শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়—'এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?' এই সব কিছু ঘটনার কেন্দ্রভাগে যে দেশভাগ, যার শিকার এই সাধারণ মানুষেরা, তাদের বিবর্তিত যাপন পদ্ধতি, তা এই গল্পের বর্ণনায় বিশ্লেষিত।

## পাঁচ

লেখককে দেশভাগের পর পরিবারেরর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। সেই ভাঙনের অভিজ্ঞতা, দেশভাগ পরবর্তী পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, বদলাতে থাকা মানুষের জীবন হাসান আজিজুল হকের এই জাতীয় দেশভাগকেন্দ্রিক গল্প লেখার প্রেরণা। গল্পে ইনাম, ফেকু, সুহাস এই তিনজন নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজের কলুষিত, মনুষ্যত্বহীন 'চরিত্রহীন' চরিত্র রূপে অঙ্কিত। এদের পারস্পরিক সংলাপে ফুটে ওঠে দিশাহীন ভবিষ্যতের কথা, তাদের হতাশা, অসহায়তা তাদেরকে বিপথে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।

[illegible] সময়ের শিকার বুকু, তার পরিবার। বুকুকে নিজে[illegible] বাধ্য হতে হয়েছে ইনামদের কাছে। কারণ তবে সংসা[illegible] থেকে আসা বৃদ্ধ চরিত্র—বুকুর পিতা [illegible] পূর্বপাকিস্তানে এসেছিল। কিন্তু অর্থনৈতি[illegible] দয়ায় নিজের পরিবারের ইমান শিক্ষি[illegible] চিত্র এই সকল চরিত্রের মাধ্যমে লেখক [illegible] পশ্চাতে আছে দেশবিভাগ। দেশত্যাগের [illegible] পড়ে—“দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর [illegible] (পৃ. ১১৪) আবার এই যন্ত্রণা মেনে নিতে না পারার [illegible]—“আমরা পুকনো দেশের লোক, বুইলে না? সব সেখানে [illegible]। এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে [illegible] (পৃ. ১১৪) এই সংলাপের মধ্যে দিয়েই লেখক দেশভাগের ফলস্বরূপ সাধারণ [illegible] চিহ্নিত করেছেন।

ছয়

[illegible] ও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আত্মজা বুকু ও করবী [illegible] গুরুত্বপূর্ণ। কন্যার দেহের বিনিময়ে জীবন ধারণ [illegible]—দুটিই বৃদ্ধের কাছে সমান অর্থময়। কন্যা যেন [illegible] ও করবী গাছের যত্ন নেওয়া, দুটিরই দায়িত্ব বৃদ্ধের, কিন্তু [illegible]। তাই আত্মজাসদৃশ করবী গাছের জীবনের বিষপান [illegible] এই বিষয়ের পরিণতির প্রেক্ষিতে ছিল যে রাজনৈতিক [illegible] হাসান আজিজুল হক ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পের [illegible] উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর গদ্যরীতিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব [illegible] লেখক বলেছিলেন—“দেশভাগ আমার জীবনের জন্য একটি [illegible] অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি।” এই ব্যক্তিগত ক্ষতচিহ্ন [illegible] মানুষের দেশ হারাবার যন্ত্রণা, জীবনের বাঁচার লড়াইকে [illegible]। তাই আলোচ্য গল্পটি হয়ে উঠেছে ইতিহাস ও দেশভাগ-পরবর্তী [illegible] ঐতিহাসিক দলিল।

[illegible]

[illegible] : ‘হাসান আজিজুল হকের ছোটোগল্পে দেশভাগ’, ‘সরিফা [illegible] ‘হাসান আজিজুল হক নিবিড় অবলোকন’, কথাপ্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ২১৩

[illegible] : ‘দেশভাগের সাহিত্য যেভাবে পড়ি’, বরেন্দু মন্ডল, উজাগর, [illegible] সংখ্যা, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২৩, পৃ. [illegible]